স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট-কাম-মিন্স স্কলারশিপ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ন নির্দেশ

সমাজে অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উচ্চস্তরের শিক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল 'স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট- কাম-মিন্স' স্কলারশিপ। মাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চমাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে স্নাতক-স্নাতকোত্তর তথা গবেষণা স্তরের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের সাহায্যার্থে এই স্কলারশিপ প্রদান করা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ গৃহীত মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৭৫% বা তার অধিক নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রী, যাদের বাৎসরিক পারিবারিক আয় অনধিক ২,৫০,০০০ টাকা তারা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই স্কলারশিপের জন্য আবেদনযোগ্য। এক্ষেত্রে স্কলারশিপের পরিমান প্রতিমাসে ১,০০০ টাকা অর্থাৎ এক বছরে মোট ১২,০০০ টাকা।

বিগত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতি বছরেই স্কলারশিপ প্রাপক ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তবুও কিছু যোগ্য ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রধানত তিনটি কারণে। যথা -

১. ছাত্রছাত্রীরা এই স্কলারশিপটি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত নয়।
২. অনলাইনে সঠিকভাবে ফর্মপূরণ না করা এবং
৩. পারিবারিক আয়ের যথাযথ শংসাপত্র দাখিল না করা।

এই সমস্যার সমাধানে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব সহকারে নজর দিতে বলা হচ্ছে। উল্লেখ্য সর্বশেষ সরকারি আদেশনামা অনুযায়ী এই বিষয়গুলি উল্লেখ করা হচ্ছে। পরবর্তীকালে সরকারি আদেশনামার কোন পরিবর্তন হলে সেই পরিবর্তিত নির্দেশ অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

কি কি করতে হবে

১) ২০১৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলপ্রকাশ আসন্ন। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার পর, বিদ্যালয় অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ৭৫% বা তার অধিক নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের চিহ্নিত করবেন এবং প্রত্যেককে এই স্কলারশিপ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে অবহিত করবেন। এদের মধ্যে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর বাৎসরিক পারিবারিক আয় ২,৫০,০০০ টাকার অনধিক তাদের সকলকেই এই স্কলারশিপের আবেদন করানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। যেহেতু আবেদন শুধুমাত্র অনলাইনে গ্রাহ্য, এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আবেদন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

২) পারিবারিক বাৎসরিক আয়ের শংসাপত্র জোগাড়ের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আয়ের শংসাপত্র:-

ক. সরকারি কর্মচারী বা সরকার অধীনস্হ/আধা সরকারি সংস্থায় কর্মরত ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা/সংশ্লিষ্ট অফিস বা সংস্থার প্রধানের (Head of Office) প্রদেয় হতে হবে।
খ. বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত ও অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে আবেদনকারী পঞ্চায়েতের বাসিন্দা হলে জয়েন্ট বি.ডি.ও. বা তদুর্দ্ধ পদমর্যাদার আধিকারিক, পৌরসভার বাসিন্দা হলে নির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer) ও পৌর নিগমের (কর্পোরেশন) বাসিন্দা হলে ডেপুটি কমিশনারের বা তদুর্দ্ধ পদমর্যাদার আধিকারিক কর্তৃক প্রদেয় হতে হবে।

৩) ফর্মে সই করার পূর্বে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা যাচাই করে নেবেন আয়ের শংসাপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষ থেকে আনা হয়েছে কিনা এবং তাতে কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর আছে কিনা। একই সাথে ফর্মে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও IFS-কোড সঠিকভাবে লেখা হয়েছে কিনা তা ব্যাঙ্কের পাসবই এর সাথে মিলিয়ে দেখে নিতে হবে। এই কাজটি অবশ্যই প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকাকে করতে হবে।
৪) আবেদন করার পূর্বে svmcm.wbhed.gov.in এই ওয়েবসাইটের প্রদত্ত বিস্তারিত নিয়মাবলী ভাল করে পড়ে বুঝে নিতে হবে।

কয়েকটি সাধারণ ভুল

১) অনেকেই রেজিস্ট্রেশান করিয়ে আই. ডি. নাম্বার পেয়ে ফর্মটি পূরণ করলেও 'Final Submission' করে না। ফর্মটি অসম্পূর্ন থাকে। এক্ষেত্রে তার দরখাস্তটি আদৌও জমা পড়ে না এবং জেলা বা রাজ্যস্তরে তা দেখা যায় না। এরকম অনেকেই অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে তার প্রিন্ট বার করে মনে করে তার আবেদন পত্র জমা হয়ে গেছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ফর্ম ফিল-আপের পর 'Final Submission' না করলে সেটি আবেদন না করারই সামিল।

২) অনেকেই আয়ের শংসাপত্র হিসাবে পঞ্চায়েত প্রধান বা পৌরসভার কাউন্সিলর/ চেয়ারম্যান-এর দেওয়া পারিবারিক আয়ের শংসাপত্র দাখিল করে। কিন্তু বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী এগুলি গ্রাহ্য হবে না। শুধুমাত্র পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ব্লকের জয়েন্ট বি.ডি.ও./ বি.ডি.ও., পৌরসভার ক্ষেত্রে নির্বাহী আধিকারিক (Executive Officer) এবং পৌর নিগমের ক্ষেত্রে ডেপুটি কমিশনার বা তদুর্দ্ধ পদমর্যাদার আধিকারিকের দেওয়া শংসাপত্র গ্রাহ্য হবে।

৩) অনেক সময় দেখা যায় বি.ডি.ও.-এর দেওয়া আয়ের শংসাপত্রে ডিজিটাল সিগনেচার ভেরিফাই করা থাকে না। ভুলবশত সিগনেচারের ' ' এর জায়গায় ' ' চিহ্ন থাকে। ' ' চিহ্নযুক্ত আয়ের শংসাপত্র আপলোড করলে তা গ্রাহ্য হবে না। কেবলমাত্র ' ' এই চিহ্নযুক্ত অর্থাৎ

'ডিজিটালী ভেরিফায়েড' আয়ের শংসাপত্র আপলোড করলে তা গ্রাহ্য হবে। এই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৪) আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার, মোবাইল নাম্বার ও ই-মেল আই. ডি. অনেকেরই সব সময় সক্রিয় থাকে না। টাকা না যাওয়া পর্যন্ত এগুলিকে সব সময় সক্রিয় রাখতে হবে। অন্যথায় প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে, টাকা পেতে ও পরবর্তীকালে 'রিনিউয়াল' (Renewal) করতে সমস্যা হবে।

৫) ফর্ম পূরণ করার সময় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ও ব্যাঙ্কের IFS-কোড লিখতে ভুল হয়। IFS-কোড লেখার সময় ইংরাজী বর্ণ 'ও' (O) এবং সংখ্যা 'শুণ্য' (0)-এর মধ্যে বিভ্রান্তি হয়। অনুরূপে, ইংরাজী বণ 'আই' (I) এবং সংখ্যা 'এক' (1)-এর মধ্যে বিভ্রান্তি হয়। এছাড়াও, ইংরাজী বণ 'ডি' (D) এবং সংখ্যা 'শুণ্য' (0)-এর মধ্যে বিভ্রান্তি হয়। এগুলি সম্পূর্ণ সঠিকভাবে লিখতে হবে। মনে রাখতে হবে IFS-কোড এর পঞ্চম ক্যারেকটারটি কখনোই ইংরাজী বর্ণ 'ও' (O) হবে না - এটি সর্বদা সংখ্যা 'শুণ্য' (0) হবে। ব্যাঙ্কের IFS-কোড সাধারনত ১১ ডিজিটের হয়।

৬) অনেকক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের সই করা শংসাপত্র আপলোড না করেই 'Final Submission' করা হয়। এক্ষেত্রে আবেদন অসম্পূর্ন থেকে যায়। সবসময় প্রধান শিক্ষকের সই করা শংসাপত্র আপলোড করার পর 'Final Submission' করতে হবে।

৭) আবেদনকারী অনেক সময় নিজের রেজিস্ট্রেশান আইডি. ও তার পাসওয়ার্ড ভুলে যায়। প্রত্যেক আবেদনকারীকে গুরুত্ব সহকারে সঠিক ভাবে তার রেজিস্ট্রেশান আইডি. ও তার পাসওয়ার্ড লিখে রাখতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে কোন সমস্যা না হয়।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের করণীয়

১) সাধারণভাবে বছরের সেপ্টেম্বর মাসে স্কলারশিপের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়ে থাকে। সেপ্টেম্বর মাস থেকে নভেম্বর মাস অবধি আবেদন করা যায়। প্রত্যেক জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) এই ব্যাপারে আগষ্ট মাসের মধ্যে জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়ে মিটিং করবেন।

২) প্রতিটি বিদ্যালয় এই বিষয়ে নিজস্ব উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের অনলাইনে আবেদন করাবে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শককে (মাধ্যমিক শিক্ষা) ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করবে।

৩) প্রতিটি বিদ্যালয় তাদের সকল ছাত্রছাত্রীর আবেদন করা সম্পূর্ণ হলে সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের (মাধ্যমিক শিক্ষা) অফিসে যোগাযোগ করে আবেদনটি অনলাইনে সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা এবং আবেদনটি সঠিক আছে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চিত হবে। এটি আবেদনের নির্ধারিত শেষ তারিখের আগে বা অব্যবহিত পরেই করতে হবে। যেমন ৩০শে নভেম্বর আবেদনের শেষ তারিখ হলে ২৫শে নভেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বরের মধ্যে বিদ্যালয়গুলিকে সংশ্লিষ্ট জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের (মাধ্যমিক শিক্ষা) অফিসে যোগাযোগ করতে হবে এবং কারো আবেদনে ভুল থাকলে তা সংশোধন করাতে হবে।

৪) জেলা বিদ্যালয়ের পরিদর্শকের অফিস প্রতিদিন জমা পড়া আবেদন পত্রগুলি যাচাই করবে। এগুলিকে জমিয়ে রাখা যাবে না। যাদের আবেদনপত্র ত্রুটিপূর্ণ ও বাতিলযোগ্য তাদের সকলকে এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়কে সরাসরি ফোন করে নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে সংশোধন করার জন্য জানাতে হবে। যাতে কোন যোগ্য আবেদনকারী বৃত্তি পাওয়া থেকে বঞ্চিত না হয়। মনে রাখতে হবে যে, সংশোধনের সুযোগ না দিয়ে কারো আবেদন পত্র বাতিল করা যাবে না। এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, কোন যোগ্য ছাত্র বা ছাত্রী যেন তার প্রাপ্য স্কলারশিপ থেকে বঞ্চিত না হয়।

(ড: সৌমিত্র মোহন, আই.এ.এস)
কমিশনার, স্কুল এডুকেশন
পশ্চিমবঙ্গ